গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মার্চ, ২০১৭ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ মাহবুব আহমেদ
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
তারিখ : ২০ মার্চ, ২০১৭ খ্রিঃ।
সময় : দুপুর ১২:০০ ঘটিকা।
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'খ'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১.	গত ২৭/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।	গত ২৭/০২/২০১৭ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী-তে কোন সংশোধনী না থাকায় নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়। **সিদ্ধান্ত-১**: ২৭/০২/২০১৭ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।	প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা।
২.	বাজার দর পর্যালোচনাঃ	**আলোচনাঃ** বাজার মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে সভায় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় (পরিশিস্ট-'ক')। মার্চ/২০১৭ মাসের নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার দর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চাল মাঝারী, রসুন (দেশী ও আমদানীকৃত), কাঁচা মরিচ, বেগুন ও মিষ্টি কুমড়া বাজারদর কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আটা, মসুর ডাল (দেশী ও আমদানীকৃত), পিঁয়াজ (দেশী ও আমদানীকৃত), আদা (আমদানীকৃত), ও আলু'র দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও ২০/০৩/২০১৭ তারিখের পাইকারী বাজার মূল্যের তুলনায় সর্বোচ্চ খুচরা যৌক্তিক মূল্য বিষয়ে সভায় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যের মধ্যেই অধিকাংশ পণ্য কেনা-বেচা হচ্ছে। আলোচনান্তে মহাপরিচালক বাজারদর সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের আরও যত্নশীল হওয়ার জন্য পূণরায় পরামর্শ দেন এবং যৌক্তিক মূল্যের বিষয়টি যথাযথভাবে তদারকি পূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: যেসকল পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে চাল মাঝারী, রসুন,কাঁচা মরিচ, বেগুন ও মিষ্টি কুমড়াসহ সকল কৃষি পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)।
		সিদ্ধান্ত-২: ফসলের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ পূর্বক	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		বিভাগীয় কার্যালয় হতে সার-সংক্ষেপ করে সঠিক সময়ে প্রতিবেদন আকারে সদর দপ্তরে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল) ডিএমও/ডিএমআই (সকল)
৩.	৩.১: বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান শাখাঃ	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য) সভায় জানান, মিরপুর-১, মোঃপুর কৃষি মার্কেট, নিউ মার্কেট কাঁচাবাজার মনিটরিং করে দেখা গেছে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত বোর্ডসমূহে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে লিখা হচ্ছে না। বোর্ডে লিখনের বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত বোর্ডসমূহে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে লিখনের বিষয়ে ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নতুনভাবে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। ঢাকা বিভাগীয় উপ-পরিচালক।
		সিদ্ধান্ত-২: ঢাকা শহরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে নিজস্ব বোর্ডসমূহে (০৬টি) প্রতিদিন যৌক্তিক মূল্য লিখনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। ঢাকা বিভাগীয় উপ-পরিচালক। জেলা বাজার কর্মকর্তা ঢাকা।
	৩.২: জেলা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের খুচরা বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য) সভায় জানান, বাজার মনিটরিং টিমের নিকট হতে বাজার পরিদর্শন বিষয়ে ০২টি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এছাড়া যৌক্তিক মূল্য বিষয়ে কিছু-কিছু জেলা হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনসমূহ পরীক্ষান্তে দেখা যায় অধিকাংশ পণ্যই যৌক্তিক মূল্যের মধ্যে কেনা-বেচা হচ্ছে। জেলা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ কম্পাইল করে মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন করা হবে। তিনি বিভাগীয় পর্যায় হতে যৌক্তিক মূল্য সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ কম্পাইল করে সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রসংগে মহাপরিচালক ঢাকা মহানগরীর নির্দিষ্টকৃত বাজারসমূহে যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নে প্রত্যেক টিমের বাজার মনিটরিং অব্যাহত রাখার জন্য পূণরায় নির্দেশ প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: পূর্ব নির্দেশনানুযায়ী কৃষি বিপণন আইন ও যৌক্তিকমূল্য বাস্তবায়ন বিষয়ে গঠিত বাজার মনিটরিং টিমসমূহ বাজার পরিদর্শন পূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল অব্যাহত রাখবেন।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। মার্কেট মনিটরিং এর জন্য গঠিত কমিটির সকল কর্মকর্তা।
		সিদ্ধান্ত-২: যেসব জেলা হতে যৌক্তিকমূল্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি উক্ত জেলাসমূহ হতে নির্ধারিত ছকানুযায়ী অতিদ্রুত প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক কম্পাইল করে বিভাগীয় কার্যালয় হতে সদর দপ্তরে প্রেরণ এবং প্রতিটি জেলায় যৌক্তিকমূল্য বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		সিদ্ধান্ত-৩: জেলার কোল্ড ষ্টোরেজ, গুদাম ও বাজারসমূহে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে এবং যে সকল জেলা হতে এখনও এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি সে সকল জেলা হতে নির্ধারিত ছকানুযায়ী আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সদর দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)
৪.	গবেষণা শাখা	**আলোচনাঃ** প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন) সভায় জানান, পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে ০৭টি পণ্যের Cost of Production, Price Spread-চূড়ান্তকরণ পূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। খরিপ মৌসুমে প্রধান-প্রধান ১০টি পণ্যের (শসা, কাঁচা পেঁপে, পটল, করল্যা, বেগুন, চিচিংগা, ঢেড়স, আদা, রসুন ও পেঁয়াজ) Cost of Production, Price Spread প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: খরিপ মৌসুমের প্রধান-প্রধান ১০টি পণ্যের (শসা, কাঁচা পেঁপে, পটল, করল্যা, বেগুন, চিচিংগা, ঢেড়স, আদা, রসুন ও পেঁয়াজ) Cost of Production, Price Spread–চূড়ান্তকরণ পূর্বক ১৫ এপ্রিল/২০১৭ তারিখের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন ও ওয়েব -সাইটে প্রকাশ করতে হবে।	প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন)
		সিদ্ধান্ত-২: গরুর মাংসের দাম বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ পূর্বক ১টি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন) ডিএমও/ডিএমআইগণ।
৫.	আরইটিসি শাখা	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (আরইটিসি) বিভিন্ন বিভাগ হতে প্রাপ্ত নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় বিষয়ে ০১টি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, ফেব্রুয়ারী/২০১৭ খ্রিঃ মাসে লাইসেন্স নবায়ন/নতুন লাইসেন্স ইস্যু বাবদ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ১৬,৫৯,৩৬৫/- টাকা আদায় হয়েছে এবং নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় জানুয়ারী/২০১৭ মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী/২০১৭ মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারী/২০১৭ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ৯৯,০৩,৯৬০/- টাকা আদায় হয়েছে যা গত অর্থবছরের এসময়ের তুলনায় ৬,১২,২০৫/- বেশী। বিভিন্ন জেলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। সুপারিশসহ প্রজ্ঞাপিত করার উপযুক্ত বাজারের তালিকা প্রাপ্তি অব্যাহত রয়েছে। মধ্যস্বত্বকারবারীদের ডাটাবেজ প্রস্তুতের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকা বিভাগ হতে ২১টি, চট্টগ্রাম ১১টি, রাজশাহী ০৯টি, খুলনা ১০টি, সিলেট ০৪টি, রংপুর হতে ০৮টি ও ময়মনসিংহ বিভাগ হতে ০৪টিসহ মোট ৬৭টি তালিকা পাওয়া গেছে। আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: জেলা পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত ছকানুযায়ী সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি) এবং বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		সিদ্ধান্ত-২: যে সকল জেলার চলমান ও বাতিল লাইসেন্স-এর তথ্য পাওয়া যায়নি সে সকল জেলার তথ্যাদি বিভাগীয় কার্যালয়ে এবং বিভাগীয় কার্যালয় হতে দ্রুত সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।ডিএমও/ডিএমআই(সকল)।
		সিদ্ধান্ত-৩: নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং প্রজ্ঞাপিত পুরাতন বাজারের পাশাপাশি নতুন প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহের লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-৪: লাইসেন্স নবায়ণ/নতুন লাইসেন্স ইস্যূ সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে জেলা অফিসসমূহ হতে বিভাগীয় কার্যালয়ে সিটিআর প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-৫: যে সকল জেলার মার্কেট চার্জ-এর প্রস্তাব এখনও পাওয়া যায়নি সে সকল জেলার মার্কেট চার্জ-এর প্রস্তাব সংগ্রহ পূর্বক দ্রুত সদর দপ্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-৬: জেলা ও বাজার ভিত্তিক কৃষি পণ্যের মধ্যস্থকারবারীর তথ্য যে সকল জেলা হতে এখনও পাওয়া যায়নি তা দ্রুত সংগ্রহ করে ডাটা বেজ আকারে ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।	উপ-পরিচালক(আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা। ডিএমও/ডিএমআই(সকল)।
৬.	নীতি ও পরিকল্পনা শাখা	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) সভায় জানান, প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডির রিপোর্ট এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। রিপোর্ট পাওয়ার পর উক্ত রিপোর্ট সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি প্রেরণ করা হবে। APSU কর্তৃক নির্বাচিত প্রাথমিক প্রকল্পের তালিকা হতে পর্যায়ক্রমে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে এবং তদানুযায়ী DPP- প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০৩টি ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নীতি ও পরিকল্পনা শাখার কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি মহোদয় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সংযোগ ও মূল্য সংযোজন সহায়ক শীর্ষক প্রকল্পের জন্য গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডির রিপোর্ট প্রেরণ করবে। এবং তদানুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	আহবায়ক, ফিজিবিলিটি স্টাডি টিম ও উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
		সিদ্ধান্ত-২: APSU কর্তৃক নির্বাচিত প্রাথমিক প্রকল্পের তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে DPP- প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নীতি ও পরিকল্পনা শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
৭.		**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (শগঋক) সভায় জানান, ফেব্রুয়ারী২০১৭ মাসের সিদ্ধান্তের	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
	শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম	আলোকে মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে জানা যায় যে, ৩৪টি গুদামের মধ্যে রংপুর অঞ্চলের ০৭টি গুদাম (হাজারীহাট, চড়াইখোলা, মাগুরাহাট, খালাশপীর, চতরাহাট, শুকুরেরহাট ও মুড়িরহাট গুদাম) এলজিইডি-কে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও রংপুর অঞ্চলের ০২টি গুদাম (শৈলগাছী ও রাজাবাড়ীহাট গুদাম) ও মাগুরা অঞ্চলের ০৪টি গুদাম (মধুখালী, আড়পাড়া, সাচিলাপুর ও আলমখালী গুদাম) শেরপুর অঞ্চলের ০৩টি গুদাম (বর্ষাগাতীমির্জাপুর, সেনেরবাজার ও কয়রাবাজার গুদাম) এবং বরিশাল অঞ্চলের ০১টি গুদাম (পুকুরজানাহাট) এর ইনভেন্টরী সম্পন্ন হয়েছে এবং মালামাল স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অন্যান্য গুদাম এলজিইডি-কে হস্তান্তরের লক্ষ্যে ইনভেন্টরী প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান আছে। বন্ধ গুদামের ইনভেন্টরী প্রস্তুত, মালামাল স্থানান্তর ও ব্যয়ভার বহন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: বন্ধ ৩৪টি গুদামের অগ্রগতির বিস্তারিত প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (শগঋক)।
		সিদ্ধান্ত-২: বন্ধ গুদামসমূহের ইনভেন্টরী প্রস্তুত করার পর চাহিদা অনুযায়ী চালু অন্য গুদামে মালামাল স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহের জন্য যদি মালামাল গ্রহণকারী গুদাম ফান্ডে অর্থ থাকে সে ক্ষেত্রে গুদাম কমিটি ও গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশমতে মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে গুদামের/স্থানীয় তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।	উপ-পরিচালক (শগঋক)।
		সিদ্ধান্ত-৩: বন্ধ গুদামসমূহের ইনভেন্টরী প্রস্তুত করার পর চাহিদা অনুযায়ী চালু অন্য গুদামে মালামাল স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহের জন্য যদি মালামাল গ্রহণকারী গুদাম ফান্ডে অর্থ না থাকে সে ক্ষেত্রে মালামাল স্থানান্তরের জন্য কি পরিমাণ অর্থ লাগবে তা প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (শগঋক)।
৮.	অডিট আপত্তি এবং পেনশন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন	**আলোচনাঃ** অডিট আপত্তি এবং পেনশন সংক্রান্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের অডিট আপত্তির বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে ১৫টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পন্নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেলা অফিসসমূহ অডিট পূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল অব্যাহত আছে। বিস্তারিত আলোচনার পর এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হিসাব শাখার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বিভিন্ন জেলার অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	হিসাব শাখা।
		সিদ্ধান্ত-২: অভ্যন্তরীণ অডিট টিমদ্বয় নিয়মিতভাবে নির্দেশনানুযায়ী জেলা	অডিট টিম।